লেনিনের মূর্তি ভাঙ্গা প্রসঙ্গে

সম্প্রতি আজিজুল হকের একটি লেখার আবেগ আমাদের মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে । তবে, আমি মনে করি, লেনিন মূর্তি নয়, আক্রান্ত হল লেনিনবাদ এবং তাও এই সপ্তাহ খানেকের মধ্যে নয়, বহু আগে সেই ক্রুশ্চভ জমানা থেকেই চলে আসছে এই আক্রমণ । আমি আজিজুলের সাথে একমত যে, লেনিনবাদীদের এখুনি ঐক্যবদ্ধ হতে হবে । কিন্তু এই লেনিনবাদীরা কারা ? আজিজুল বলেছেন যে মেকী-আসল নির্বিশেষে লেনিন সকলের, তাই লেনিনের মূর্তি রক্ষা করতে ঝগড়া-ঝাঁটি মতাদর্শগত ব্যবধান ঘুচিয়ে সবাই মিলে মিশে এক হয়ে কোমর বেঁধে লাগতে হবে । এইখানে আমার তীব্র আপত্তি আছে । এটা পৌত্তলিক বিশ্বাসের প্রশ্ন নয়, মতাদর্শগত বিশ্বাসের প্রশ্ন ।

লেনিনবাদকে আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে গেলে প্রথমেই জানতে হবে লেনিনবাদ কাদের দ্বারা আক্রান্ত । সাম্রাজ্যবাদ ও তার লেজুড় সংশোধনবাদ - নয়া সংশোধনবাদ লেনিনবাদকে আক্রমণ করে চলেছে । সাম্রাজ্যবাদীরা নগ্নভাবে বাইরে থেকে, আর দ্বিতীয় পক্ষ কপট লেনিন ভক্ত সেজে আক্রমণ করছে ভেতর থেকে মোক্ষমভাবে ।

পূর্ব ইউরোপে খোদ রুশ দেশে এবং পশ্চিমবঙ্গে লেনিন মূর্তি আক্রান্ত হচ্ছে কেন ? লেনিনকে দেব বিগ্রহ হিসাবে খাড়া করে দানবেরা জনগণের সাথে চরম বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে, তাদেরকে নিপীড়িত করেছে স্বৈরতান্ত্রিক কায়দায়, আর পক্ষান্তরে নিজেরা বিলাস ব্যসন আর বেলেল্লাপনার স্রোতে ভেসে চলেছে । সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের যাবতীয় সুফল, বাইবেলের গল্পের 'প্রডিগালসন্'-এর মত, নিজেদের ভোগবিলাসে উড়িয়ে দেশকে সর্বস্বান্ত করেছে । লেনিনবাদ বিরোধী এই স্বঘোষিত লেনিনবাদীরা এসবই করেছে লেনিনের নামে, কমিউনিস্ট পার্টির নামে, লেনিনের দোহাই দিয়ে । এইভাবে এরা জনবিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়েছে । স্বার্থান্বেষী চাটুকার পরিবৃত এক গোষ্ঠী তৈরি ক'রে, সমাজ গণতন্ত্রী অবস্থান থেকে সামাজিক স্বৈরতন্ত্রীতে পরিণত হয়েছে । রুশ দেশে বা পূর্ব ইউরোপে যাবার দরকার নেই । পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের বকলমে সি পি এম দলের কার্য-প্রণালী দেখলেই তাদের ইউরোপীয় সংস্করণদের কান্ড-কারখানা বোঝা যায় । এঁদের চোদ্দ বছরের 'সীমিত ক্ষমতা'র দাপটেই আমাদের ত্রাহি ত্রাহি রব । আর ওঁরা একচ্ছত্র ক্ষমতায় থেকে ৩৭/৩৮ বছরে কি করেছেন, ভাবতেও গা শিউরে ওঠে । অতএব ঐ সব দানবীয় কার্যকলাপে

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

অতিষ্ঠ জনগণ প্রথমে পার্টির ও নেতৃত্বের উপর ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তারপর যে লেনিনকে সাক্ষীগোপাল খাড়া করে এইসব অপকর্ম এতকাল চালানো হয়েছে, সেই লেনিনের বিগ্রহের উপর তাদের সব আক্রোশ ফেটে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকের রঘুপতি যেমন কালীমূর্তি ধ্বংস করেছিলেন, খানিকটা সে রকম আর কি। এখানে অবশ্য প্রবঞ্চনাকারী রঘুপতির বদলে প্রজাবৃন্দ পান্ডাসহ মূর্তি ভাঙ্গছে।

সাথী আজিজুল মেকী-আসল দ্বন্দ্ব ভুলতে বলছেন। তাহলে কি সংশোধনবাদী ও নয়া সংশোধনবাদীদেরকেও লেনিনবাদী বলে ধরতে হবে ? লেনিন বিরোধী নন কংগ্রেসীরা, বরং তাঁরাও লেনিন মূর্তি রক্ষার পক্ষে এবং লেনিনকে মহান চিন্তানায়কও বলছেন। তবে তাঁরাও তো সঙ্গে থাকবেন ? আদ্যন্ত স্তালিন বিরোধী এবং ত্রৎস্কাইটরাও থাকবেন তো ? তবে, এতকাল কি আজিজুলরা ছায়ার সাথে কুস্তি লড়ে এত প্রাণ বলি দিলেন ও এখনো দিচ্ছেন ? আক্রমণকারী ও আক্রান্তরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কার বিরুদ্ধে লড়বেন ? কেন লড়বেন ? লেনিনবাদ-বিচ্ছিন্ন লেনিন মূর্তির রক্ষার্থে, মৌলবাদী পৌত্তলিকদের মত ? এটা কি করে হয় ? লেনিনের আদর্শ হননকারী লেনিন-ব্যবসায়ীদের অপকর্মের ফলকে বুকের রক্ত দিয়ে ঠেকাবার দায় বিপ্লবীদের নয়। বিপ্লবীরা নিজেদের প্রিয় মতাদর্শকে নিজেরাই রক্ষা করবেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে। তাই, লড়াইয়ের ময়দানে নামার আগে তো দেখতেই হবে মেকী কে, কে পিছন থেকে ছুরি মারতে পারে। কোনও সংশোধনবাদীই কখনো বিপ্লবীদের বন্ধু হয় না।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়সহ কলেজ পাড়ার বেশ কিছু কলেজে এস-এফ-আই এর দুর্ভেদ্য দুর্গ। অন্য মতের ছাত্ররা ইউনিয়ন নির্বাচনে মনোনয়ন পত্র জমা দিতে ভয় পায়। অন্য মতের ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হতে গিয়ে লাঞ্ছিত হয়। আমার ভাবতে অবাক লাগে, এমন এক লালদুর্গসম অঞ্চলে গোমাতার গুটিকয় এঁড়ে বাছুর দেড় ঘন্টা ধরে অশ্লীল তান্ডব করে গেল সম্পূর্ণ নির্বিবাদে ! ঐ সব বিপ্লবী ছাত্ররা তখন কি করছিলেন ? এমন ঘটনা ষাটের দশকে ঘটলে কি হত - আজিজুল-শৈবালরাই বলুন ! কেন এমন হয় ? লেনিনবাদের গুডউইলকে সম্বল করে লেনিনের ছবিকে ট্রেডমার্ক বানিয়ে সংশোধনবাদ ও নয়া সংশোধনবাদের রঙ্গীন মোড়কে পুঁজিবাদের দাসত্ব শৃঙ্খল ফেরি করলে এমন কাপুরুষতাই জন্মে। এই পাপেই আজ লেনিন মূর্তি আক্রান্ত।

ইতিহাসের কি নির্মম পরিহাস ! যে বি জে পি-র সাথে চিকের

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

আড়াল রেখে পিরীত করে এঁরা কেন্দ্রে, এই সেদিন পর্যন্ত, বন্ধু সরকার গড়ে তুলেছিলেন, সেই বি জে পি আজ কলকাতায় বিপ্লবের সূতিকাগারে লেনিনের কুশপুত্তলিকা দাহ করল ! যে জনতা দলের সাথে আজো প্রেমের ডোরে এরা বাঁধা, সেই জনতা দলের বিদগ্ধ নেতারা সংসদে এঁদেরকে টিটকারী মারলেন ! যে কংগ্রেস (আই)-এর বিরুদ্ধে এঁরা তেলে-জলে মিশে মোর্চা বানিয়ে সেদিন কংগ্রেসকে হঠালেন, সেই কংগ্রেস লেনিন মূর্তি রক্ষার প্রশ্নে এঁদের সাথে সহমত পোষণ করেন ! যে আজিজুল হককে মিথ্যা মামলা দিয়ে, এমনকি মামলা না থাকা সত্ত্বেও সুদীর্ঘকাল এঁরা কারাগারে রেখে অকথ্য নির্যাতনের মাধ্যমে তাঁকে পঙ্গু বানালেন, সেই আজিজুল হক তাদের অত্যাচারে পঙ্গু হওয়া হাত-পা নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়াবেন লেনিন মূর্তি ঠেকাতে ! চৈতন্যদেবও এতটা প্রেমময় হতে পারতেন কিনা সন্দেহ ! আজিজুলের ২৪ জন সাথীও এইভাবে বিনা বিচারে জেলে অত্যাচারিত দিন কাটাচ্ছেন । আজিজুলের সাথীরা আজো এঁদের পুলিশ লক-আপে নতুবা 'এনকাউন্টারে' খুন হয় । তার সাথীরা এঁদের খুনে-বাহিনীর হাতে মাঠে-ঘাটে খুন হয় প্রতিদিন । আমাদের সেই হারানো সাথীদের স্মৃতি আজো আমাদের চেতনায় সমান আঘাত করে, আমাদের হৃদয় সত্যিই রক্তাক্ত হয়ে ওঠে । এ আবেগ কি করে বাদ দেওয়া যায় ?

কাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হব ? যারা ক'দিন আগেই ভারতীয় সংসদে বসে দলত্যাগী কাপুরুষ সংশোধনবাদী চাঁই গরবাচভ আর রুশ জনগণের শত্রু সাম্রাজ্যবাদের সরাসরি ফেরিওয়ালা ইয়লৎসিনকে সমর্থন করতে সর্বসম্মত সর্বদলীয় প্রস্তাব দিলেন, আর তারাই আজ ভন্ড বিপ্লবী সাজতে গরবাচভ বিরোধিতা করছেন, সেই মেকী দুনম্বরী ভারতীয় বামদের সাথে ?

আজ অযোগ্যতা ও অপদার্থতার কারণে ব্যর্থ প্রতিটি সরকার নিজ নিজ দেশের শোচনীয় অবস্থার জন্য একটা করে সমাজতন্ত্রী স্তালিন খুঁজে বার করছে । ভারতের জন্যও পাওয়া গেছে, তাঁর নাম জওহরলাল নেহেরু ! এটাই সেরা জোক !

বিপ্লবী আবেগ শ্রদ্ধেয় । কিন্তু ঐক্যের ডাকটা ভেবে-চিন্তে দিতে হবে । সংশোধনবাদের চেয়ে নাকি বামপন্থী বিচ্যুতি ভাল, এমন কথা আছে । কিন্তু এটাও বার বার দেখা গেছে যে, বাম বিচ্যুতি আর সংশোধনবাদ একই পেন্ডুলামের দোলন-দৈর্ঘ্যের দুটি বিপরীত প্রান্তগামী মাত্র । তাই লেনিন বিগ্রহ সামনে রেখে লেনিনবাদ হত্যাকারী সংশধনবাদী ও নয়া সংশধনবাদীদের মান রক্ষার্থে নকল বুঁদিগড় বাঁচাবার দায়িত্ব প্রকৃত লেনিনবাদীদের নয় । বরং ওরা

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

যত দ্রুত শেষ হয়, ততই মঙ্গল । তাই মেকী-আসলের মোক্ষম প্রশ্নটি আছে ও থাকবে ।

ইতি

দিলীপ বাগচী

তাং - ৪-৯-৯১

গ্রাম + ডাক - টুংগী, মুর্শিদাবাদ

['প্রগতি বার্তা' পত্রিকার অক্টোবর, ১৯৯১ সংখ্যায় প্রকাশিত দিলীপ বাগচীর চিঠি]

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।